কুড়িগ্রাম জেলার রাজিবপুর থানায় মোঃ সেকান্দর আলীকে নির্যাতনের অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

২৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ২.২০ টায় কুড়িগ্রাম জেলার রাজিবপুর থানা পুলিশ সদস্যরা বড়াই ডাংগী গ্রামের মৃত গরীবুল্লাহ ও মোছাম্মৎ জবেদা খাতুনের ছেলে মোঃ সেকান্দর আলীকে (৩৭) তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে নির্যাতন করে। তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, সেকান্দর আলীর প্রতিবেশী মুনছুর আলীকে গত ২৮ আগস্ট ২০১২ রাতে কে বা কারা হত্যা করে। মুনছুর আলী হত্যাকান্ড সেকান্দর আলী জড়িত নয় বলে প্রমাণিত হলে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ১.০০ টায় পুলিশ টাকার বিনিময়ে তাঁকে ছেড়ে দেয় ।

তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, সেকান্দর আলী একজন গরু ব্যবসায়ী। সেকান্দর আলীকে গ্রেফতারের পর রাজিবপুর থানা পুলিশ তাঁর পরিবারের কাছে ৫০ হাজার টাকা দাবী করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সেকান্দরের পরিবার রাজিবপুর থানার পিএসআই নির্মল চন্দ্র মহন্তর হাতে ১৭ হাজার টাকা দিলে সেকান্দর আলীকে ছেড়ে দেয়া হয়।

অধিকার ঘটনাটি সরজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলেন

- নির্যাতিত মোঃ সেকান্দর আলী ও তাঁর পরিবার
- সেকান্দর আলীর চিকিৎসক এবং
- আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

ছবিঃ মোঃ সেকান্দর আলী

মোঃ সেকান্দর আলী (৩৭), নির্যাতিত ব্যক্তি

মোঃ সেকান্দর আলী অধিকারকে জানান, তিনি একজন গরু ব্যবসায়ী। মাঝে মাঝে তিনি গরু বিক্রি করার জন্য কুড়িগ্রামের বাইরে যান। ২৮ অগাস্ট ২০১২ রাত আনুমানিক ১১.০০ পর্যন্ত তিনি রাজিবপুর গরুর হাটে ছিলেন। সেখান থেকে বাড়িতে ফেরার পর এলাকাবাসীর কাছ থেকে জানতে পারেন, পাশের বাড়ির মুনছুর আলীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ২৯ অগাস্ট ২০১২ তিনি যখন ব্যবসার কাজে বাড়ির বাইরে ছিলেন তখন দুপুর আনুমানিক ৩.০০ টায় মুনছুর আলীর ছেলে মোহাম্মদ আলী মোবাইল ফোনে তাঁকে জানান, তাঁর বাড়ির পাশে একটি হলুদ ক্ষেতে মুনছুর আলীর লাশ পাওয়া গেছে। মুনছুর আলী খুন হওয়ার ২৮ দিন পর মোহাম্মদ আলী তাঁকে মোবাইল ফোনে জানান, তিনি যেন বাড়িতে না থাকেন। তিনি কেন বাড়িতে থাকবেন না তা জানতে চাইলে মোহাম্মদ আলী তাঁকে জানান মুনছুর আলী হত্যা মামলার অভিযুক্ত আসামী লাল চান পুলিশকে সেকান্দর আলীর জড়িত থাকার কথা বলেছে। তখন সেকান্দর আলী মোবাইল ফোনে মোহাম্মদ আলীকে

জানিয়ে দেন তিনি পালিয়ে থাকতে পারবেন না, কারণ তিনি মুনছুর আলী হত্যা মামলার সঙ্গে জড়িত নন। ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ২.২০ টায় রাজিবপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আজিজুল হক এর নেতৃত্বে ৭/৮ জন পুলিশ সদস্য তাঁর বাড়িতে আসে। ওসি আজিজুল হক একটি জরুরি বিষয়ে কথা বলার জন্য তাঁকে থানায় যেতে হবে বলে জানায় । তখন তাঁর স্ত্রী রাজিয়া খাতুন পুলিশ সদস্যদের বলেন যে, সেকান্দরের সঙ্গে যদি কোন প্রয়োজনীয় কথা থাকে তাহলে সেকান্দর সকালে থানায় যাবে এবং তিনি রাতে সেকান্দরকে থানায় নিয়ে যেতে বাঁধা দেন। কিন্তু পুলিশ সদস্যরা তাঁর বাধা উপেক্ষা করে সেই রাতেই সেকান্দর আলীকে জোর করে থানায় নিয়ে যায়। সেকান্দর আলীকে থানায় নিয়ে যাওয়ার পর অফিসার ইনচার্জ আজিজুল হক তাঁকে জানান, মুনছুর আলী হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তিনি জড়িত এবং তা তাঁকে স্বীকার করতে বলেন। সেকান্দর আলী এ বিষয়ে কোন কিছু জানেন না বলে ওসিকে জানান। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এএসআই অমল কুমার গামছা দিয়ে তাঁর চোখ বেঁধে ফেলে। এরপর প্রবেশনারী সাব ইন্সপেক্টর (পিএসআই) নির্মল চন্দ্র মহন্ত, এএসআই অমল কুমার এবং এসআই শাহজাহান তাঁর হাতে, পায়ে, কোমরে লাঠি দিয়ে পেটাতে থাকে। দীর্ঘক্ষণ পেটানোর এক পর্যায়ে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর তিনি ওসির পায়ে ধরে বলেন, মুনসুর আলী হত্যার ঘটনার সঙ্গে তিনি জড়িত নন। তখন এসআই শাহজাহান তাঁকে আবারও লাঠি দিয়ে পেটাতে শুরু করে। ওসি আজিজুল হক পেটানোর এক পর্যায়ে সেকান্দর আলীকে বেঞ্চের ওপর শুতে বলে। কিছুক্ষণ পর নির্মল চন্দ্র মহন্ত এবং এএসআই অমল কুমার জোর করে তাঁর মলদ্বার দিয়ে বরফ জাতীয় এক

প্রকার পদার্থ প্রবেশ করান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভেতর থেকে জ্বলতে শুরু করে এবং এরপর তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফেরার পর তিনি দেখেন, তাঁর মলদ্বার দিয়ে অনবরত রক্ত ঝরছে আর এক পুলিশ সদস্য তাঁর মাথায় পানি ঢালছে। ওই সময় ওসি আজিজুল হক তাঁকে বলে, 'ওপর থেকে অর্ডার হয়েছে ক্রসফায়ারে তোকে মেরে ফেলা হবে'। এরপর তাঁর চোখ বেঁধে পুলিশের গাড়িতে করে নদীর পাড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এএসআই অমল কুমার রাইফেলের বাট দিয়ে তাঁর বুকে আঘাত করতে থাকে। সেসময় একজন পুলিশ সদস্য সেকান্দর আলীর কাছে জানতে চায় মারা যাওয়ার আগে তাঁর কোন ইচ্ছা আছে কিনা। ঐ পুলিশ সদস্যকে তিনি জানান, মারা যাওয়ার আগে তিনি তাঁর ছেলে মেয়েদের দেখতে চান। এ সময় তিনি একটি বস্তু নদীতে ফেলার শব্দ শুনতে পান। এসময় এএসআই অমল কুমার তাঁকে ভয় দেখানোর জন্য বলে, মামলার এক নম্বর আসামী লাল চানকে নদীতে ফেলে দেয়া হয়েছে, এখন তোকে গুলি করে নদীতে ফেলে দিবচ। কিছুক্ষণ পর এএসআই অমল কুমার তাঁকে আবার থানায় নিয়ে আসে। তাঁর মলদ্বার দিয়ে তখনও রক্ত ঝরতে থাকে, কিন্তু তাঁকে কোন চিকিৎসা দেয়া হয়নি । পিএসআই নির্মল চন্দ্র মহন্ত তাঁকে বলে, থানায় আনার পর তাঁকে যে মারধর করা হয়েছে তা কাউকে জানানো যাবেনা এবং সব সময় সোজা হয়ে বসে থাকতে হবে। যদি কাউকে জানানো হয় তাহলে তাঁকে মুক্তি দেয়া হবে না। সকাল আনুমানিক ১০.০০ টায় তাঁর বড়ভাই মোঃ জুব্বার আলী থানায় আসলে তাঁর উপর পুলিশ কর্তৃক নির্যাতনের কথা জানান। সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.০০ টায় তাঁর মামা মুক্তিযোদ্ধা মোঃ কাবেজ আলীসহ রাজিবপুর উপজেলা চেয়ারম্যান আকবর হোসেন হিরো, রাজিবপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি সবুর ফারুকী, রাজিবপুর উপজেলা বিএনপ্পির সভাপতি মোঃ মোখলেছুর রহমান থানায় আসেন। উপজেলা চেয়ারম্যান আকবর হোসেন হিরো ওসি আজিজুল হকের কাছে জানতে চান মুনছুর আলী হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সেকান্দর আলী জড়িত কিনা তা আসামী লাল চানের কাছে শুনব। তখন থানা হাজত থেকে লাল চানকে আনা হয়। লাল চান তাঁদের কাছে স্বীকার করেন যে, মুনছুর আলী হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সেকান্দর আলী জড়িত নন। তখন ওসি আজিজুল হক পিএসআই নির্মল চন্দ্র মহন্তকে জানায়, যেহেতু মুনছুর আলী হত্যাকাণ্ডে সেকান্দর আলী জড়িত নয়, সেহেতু তাঁকে ছেড়ে দেয়া হোক। ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ১.০০ টায় তাঁর বড় ভাই মোঃ জুব্বার আলী থানায় আসেন এবং পিএসআই নির্মল চন্দ্র মহন্তর হাতে ১৭ হাজার টাকা দেন। পরে ১৭ হাজার টাকা পেয়ে সেকান্দর আলীকে ছেড়ে দেয়া হয়। থানা থেকে বের হওয়ার সময় সেকান্দর হাঁটতে পারছিলেন না। তখন জুব্বার আলী একটি ভ্যানে করে সেকান্দর আলীকে বাড়িতে নিয়ে যান। বাড়িতে যাওয়ার পর তিনি তাঁর বড় ভাই জুব্বার আলী এবং পরিবারের অন্যান্যদের কাছে পুলিশ সদস্যদের

অমানুষিক নির্যাতনের কথা জানান। তিনি জুব্বার আলীকে বলেন, তাঁকে যেন ডাক্তার দেখানো হয়। রাত আনুমানিক ৭.০০ টায় তিনি রাজিবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যান। কিন্তু হাসপাতাল রেজিস্ট্রি খাতায় তা রাত ১০.২৫ টায় দেখানো হয়েছে। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ১০.০০ টায় এক পুলিশ সদস্য হাসপাতালে এসে সেকান্দরকে থানায় যেতে হবে বলে জানায়। তখন তিনি থানায় যেতে রাজি হননি। পরে ওসি আজিজুল হক হাসপাতালে এসে তাঁকে আবারও থানায় নিয়ে যায়। ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ কুড়িগ্রাম চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তাঁকে প্রেরণ করা হয়। ১৩ নভেম্বর ২০১২ তিনি জামিনে মুক্তি পান।

রাজিয়া খাতুন (৩৫), সেকান্দর আলীর স্ত্রী

রাজিয়া খাতুন অধিকারকে জানান, ২৬ সেপ্টেম্বর রাতে তিনি এবং তাঁর স্বামী ঘুমাচ্ছিলেন। রাত আনুমানিক ২.২০ টায় রাজিবপুর থানার ৫/৭ জন পুলিশ সদস্য তাঁর বাড়িতে আসে। রাজিবপুর থানার পিএসআই নির্মল চন্দ্র মহন্তর ডাকে তাঁর এবং সেকান্দর আলীর ঘুম ভাঙে। পিএসআই নির্মল চন্দ্র মহন্ত জানায়, বিশেষ একটা কাজে সেকান্দর আলীকে থানায় যেতে হবে। তখন তিনি পিএসআই নির্মল চন্দ্র মহন্তকে জানান, এত রাতে তাঁর স্বামীকে ঘরের বাইরে যেতে দেয়া যাবে না। তিনি পুলিশ সদস্যদের কাছে অনুরোধ জানান যেন সেকান্দর আলীকে রাতে থানায় না নেয়া হয়। কিন্তু তাঁর কথা না শুনে পুলিশ সদস্যরা সেকান্দর আলীকে রাজিবপুর থানায় ধরে নিয়ে যায়।

মোঃ জুব্বার আলী (৪৬), সেকান্দর আলীর বড় ভাই

মোঃ জুব্বার আলী অধিকারকে জানান, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ৩.০০ টায় তাঁর ছোটভাই সেকান্দর আলীর স্ত্রী রাজিয়া খাতুন তাঁকে জানায় রাজিবপুর থানার পুলিশ সদস্যরা সেকান্দর আলীকে থানায় নিয়ে গেছে। সকাল আনুমানিক ১০.০০ টায় তিনি রাজিবপুর থানায় যান। থানা হাজতে থাকা তাঁর ভাই সেকান্দর আলীর কাছ থেকে জানতে পারেন তাকে থানায় ধরে নেয়ার পর গামছা দিয়ে চোখ বেঁধে পিএসআই নির্মল চন্দ্র মহন্ত, এএসআই অমল কুমার এবং এসআই শাহজাহান তাঁর সারা শরীরে লাঠি দিয়ে পিটিয়েছে। পুলিশ সদস্যরা সেকান্দরের মলদ্বার দিয়ে বরফ জাতীয় পদার্থ প্রবেশ করিয়ে নির্যাতন করেছে। তিনি সেসময় ওসি আজিজুল হকের কাছে জানতে চান তাঁর ছোটভাই সেকান্দর আলীকে কেন ধরে আনা হয়েছে। ওসি জানায়, সেকান্দর আলী মুনছুর আলী হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত, সেজন্য তাঁকে ধরে আনা হয়েছে। দুপুর আনুমানিক ১২.০০ টায় তিনি তাঁর মামা মোঃ কাবেজ আলী, রাজিবপুর উপজেলার চেয়ারম্যান আকবর হোসেন হিরো, রাজিবপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি মোঃ সবুর ফারুকী এবং রাজিবপুর উপজেলা

বিএনপি'র সভাপতি মোঃ মোখলেছুর রহমান থানায় যান। ওসি আজিজুল হক তাঁকে জানায়, সেকান্দর আলীকে থানা থেকে ছাড়িয়ে নিতে হলে ৫০ হাজার টাকা দিতে হবে। তিনি ওসিকে বলেন, তাঁর পরিবার এবং সেকান্দরের আর্থিক অবস্থা ভাল না এবং তিনি এত টাকা জোগাড় করতে পারবেন না। তিনি ঐদিন ১৫ হাজার টাকা দিতে পারবেন এবং অবশিষ্ট টাকা পরে দিবেন বলে জানান। ওসি এ কথায় রাজি হলে তিনি বাড়িতে এসে সেকান্দরের স্ত্রী রাজিয়া খাতুনকে টাকা দেয়ার বিষয়টি জানান। ১৫ হাজার টাকা জোগাড় করে এবং আরো কিছু টাকা সাথে নিয়ে তিনি ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ১.০০ টায় রাজিবপুর থানায় যান। তিনি পিএসআই নির্মল চন্দ্র মহন্তর হাতে ওসির দাবীকৃত ১৫ হাজার টাকা এবং সেই সঙ্গে আরো ২ হাজার টাকা দেন। টাকা পাওয়ার পর রাজিবপুর থানা থেকে সেকান্দর আলীকে পুলিশ সদস্যরা ছেড়ে দেয়। সেকান্দর আলী যখন থানা থেকে বের হয় তখন তিনি হাঁটতে পারছিলেন না। একটি ভ্যানে করে সেকান্দর আলীকে বাড়িতে নেয়া হয় বলে তিনি জানান।

পিএসআই নির্মল চন্দ্র মহন্ত, নাগেশ্বরী থানা, কুড়িগ্রাম

পিএসআই নির্মল চন্দ্র মহন্ত অধিকারকে জানান, ২৮ অগাস্ট ২০১২ বড়াই ডাংগী গ্রামের মুনছুর আলী খুন হওয়ার পর তাঁর ছেলে মোহাম্মদ আলী বাদী হয়ে রাজিবপুর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলা নম্বর- ০১; তারিখ ২৯/০৮/১২ ধারা ৩০২, ৩৪ দনডবিধি। তিনি এ মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১২ এজহারভুক্ত আসামী লাল চানকে ৩ দিনের জন্য থানায় রিমান্ডে আনলে সে মুনছুর আলী হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সেকান্দর আলীর জড়িত থাকার কথা জানায়। এজন্য ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাতে সেকান্দর আলীকে থানায় নিয়ে আসা হয়। থানায় আনার পর সেকান্দর আলীর ওপর নির্যাতনের কথা জানতে চাইলে তিনি তা অস্বীকার করেন। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ বিভিন্ন পত্রিকার মাধ্যমে রাজিবপুর থানা হেফাজতে সেকান্দর আলীকে নির্যাতনের খবর প্রকাশিত হলে কুড়িগ্রামের পুলিশ সুপার মাহবুবুর রহমান তাঁকে সেই থানা থেকে প্রত্যাহার করেন। এ ব্যাপারে তিনি আর কিছু বলতে রাজি হননি।

এসআই শাহজাহান, রাজিবপুর থানা কুড়িগ্রাম

এসআই শাহজাহান অধিকারকে জানান, মুনছুর আলী হত্যাকান্ডে মোহাম্মদ আলী বাদী হয়ে যে মামলা দায়ের করেছেন সেই মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা ছিলেন পিএসআই নির্মল চন্দ্র মহন্ত। ৩ অক্টোবর ২০১২ পিএসআই নির্মল চন্দ্র মহন্তকে প্রত্যাহার করে কুড়িগ্রাম পুলিশ লাইনে নেওয়া হলে ওসি আজিজুল হক তাঁকে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব

দেন। ৪ অক্টোবর ২০১২ তিনি মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২৪ অক্টোবর ২০১২ তিনি তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেন।

মোঃ রাশেদুল ইসলাম বিশ্বাস, অফিসার ইনচার্জ (ওসি) রাজিবপুর থানা, কুড়িগ্রাম

মোঃ রাশেদুল ইসলাম বিশ্বাস অধিকারকে জানান, ১ নভেম্বর ২০১২ তিনি রাজিবপুর থানায় যোগদান করেছেন। সেকান্দর আলীকে থানায় এনে নির্যাতনের বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না।

মাহবুবুর রহমান, পুলিশ সুপার, কুড়িগ্রাম

মাহবুবুর রহমান অধিকারকে জানান, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাজিবপুর থানা হেফাজতে সেকান্দর আলীকে নির্যাতনের খবর বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে ৩ অক্টোবর ২০১২ পিএসআই নির্মল চন্দ্র মহন্তকে প্রত্যাহার করে পুলিশ লাইনে নিয়ে আসা হয়। এ ব্যাপারে বি সার্কেল এএসপি সারোয়ার জাহান ভূঁইয়াকে তদন্ত করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ১০ নভেম্বর ২০১২ পিএসআই নির্মল চন্দ্র মহন্তকে নাগেশ্বরী থানায় বদলি করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

সারোয়ার জাহান ভূঁইয়া, সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) কুড়িগ্রাম

সারোয়ার জাহান ভূঁইয়া অধিকারকে বলেন, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাজিবপুর থানা হেফাজতে সেকান্দর আলীর ওপর নির্যাতনের খবর বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে পুলিশ সুপার তাঁকে তদন্ত করার নির্দেশ দেন। বর্তমানে বিষয়টি তদন্তনাধীন অবস্থায় আছে বলে তিনি জানান।

মোঃ আব্দুল কুদ্দুস, উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম

মোঃ আব্দুল কুদ্দুস অধিকারকে জানান, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ১০.০০টায় সেকান্দর আলী নামে এক ব্যক্তিকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হয়। ঐ সময় কর্তব্যরত চিকিৎসক ফরহাদ হোসেন বাদল উপস্থিত না থাকায় তিনি রেজিস্ট্রি খাতায় সেকান্দর আলীর দুই হাতে আঘাতের চিহ্ন এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে কালোদাগ ছিল বলে লিপিবদ্ধ করেন। কিছুক্ষণ পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক ফরহাদ হোসেন বাদল জরুরি বিভাগে এসে সেকান্দর আলীকে থানায় নিয়ে গেছে জানতে পেরে রোগের বিবরণ কেটে দিয়ে নতুন করে তা লিপিবদ্ধ করেন। রেজিস্ট্রি খাতায় ডাক্তার ফরহাদ হোসেন বাদল সেকান্দর আলীর শরীরে বাহ্যিক কোন আঘাতের চিহ্ন ছিল না বলে পরে উল্লেখ করেন।

ডাঃ ফরহাদ হোসেন বাদল, মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম

ডাঃ ফরহাদ হোসেন বাদল অধিকারকে জানান, তিনি একটি ফাউন্ডেশন ট্রেনিং এ ঢাকায় আছেন। সেজন্য তিনি ব্যবস্থাপত্র এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না দেখে কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি। হাসপাতালের রেজিস্ট্রি খাতা থেকে জানা যায়, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ১০.০০ টায় সেকান্দর আলী নামে এক রোগী হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আসেন। যার রেজিস্ট্রার নাম্বার ২২৬৩ এবং সিরিয়াল নাম্বার ২২। আন্তঃ বিভাগের রেজিস্ট্রার নাম্বার ১৫১৮/১৬০। ব্যবস্থাপত্র থেকে জানা যায় মোঃ সেকান্দর আলী পুলিশের রিমান্ডে থাকা অবস্থায় অসুস্থ হলে তাঁকে চিকিৎসা দেওয়া হয়। রোগীর মলদ্বারে রক্ত ঝরছিল। পিএসআই নির্মল চন্দ্র মহন্ত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত ১০.২০ টায় আবারও সেকান্দর আলীকে হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

অধিকারের বক্তব্যঃ

বাংলাদেশের সংবিধান, দণ্ডবিধি, মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র এবং নির্যাতন বিরোধী আন্তর্জাতিক সনদ প্রত্যেকটিতে নির্যাতন নিষিদ্ধ। তারপরও বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত নির্যাতন বেড়েই চলছে, যা দেশের গণতন্ত্র ও আইনের শাসনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলছে। অধিকার মনে করে পুলিশের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ অন্য কোন পুলিশ সদস্য দিয়ে তদন্ত করিয়ে নিরেপক্ষ ফল পাওয়া সম্ভব নয়। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির সত্যিকারের ন্যায় বিচার পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা থাকে। অতএব নিরেপক্ষ তদন্তের স্বার্থে বিচার বিভাগীয় তদন্তই কিছুটা সত্য উদঘাটনে সক্ষম হতে পারে। এছাড়াও চিকিৎসকদের মধ্যে কারো কারো প্রশাসনকে তুষ্ঠ করে রিপোর্ট দেয়ার উদ্যোগও মানবাধিকার লংঘনের ক্ষেত্রে অন্যতম সহায়ক হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে। অধিকার সেকান্দর আলীর ওপর পুলিশ হেফাজতে চালানো নির্যাতনে দায়ী ব্যক্তিদের শুধু বদলী না করে বিচারের আওতায় আনার দাবি করছে। না হলে আইন প্রয়োগকারীর সংস্থা গুলোর মধ্যেকার দুর্বৃত্তায়ন অচিরেই নিয়ন্ত্রনহীন হয়ে পড়বে।

-সমাপ্ত-